বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল, ২০১৫
পরীক্ষাকরণ সংক্রান্ত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির

রিপোর্ট

জুলাই, ২০১৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল, ২০১৫ পরীক্ষাকরণ সংক্রান্ত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির

রিপোর্ট

জাতীয় সংসদের ২৪-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের বৈঠকে উত্থাপিত বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল, ২০১৫ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৬ বিধি অনুসারে পরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রদানের জন্য সংসদ কর্তৃক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।

২। বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল, ২০১৫ পরীক্ষাকরণ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট কমিটির সভাপতি হিসেবে আমি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত কার্যপ্রণালী-বিধির ২১১ বিধি অনুযায়ী এ মহান সংসদে উপস্থাপন করছি।

৩। **মাননীয় স্পিকার,** বিলটির গুরুত্ব অনুধাবন করে কমিটি গত ৩০-০৯-২০১৫ খ্রি. তারিখে একটি সাব-কমিটি গঠন করে। সাব-কমিটি গত ১০-১১-২০১৫ ও ১৭-১১-২০১৫ তারিখে বৈঠকে মিলিত হয়ে বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল, ২০১৫ এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করে। বিলটি পরীক্ষাকালে সাব-কমিটি দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও দেশে কর্মরত দেশি-বিদেশি স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে জড়িত এনজিওদের কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করে। আলোচনকালে কমিটির মাননীয় সদস্যগণ আশংকাবোধ করেন যে, দেশে কোন এনজিও এনজিও কার্যক্রমের নামে মানি লন্ডারিং করছে কিনা বা কোন সন্ত্রাসী কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ করছে কিনা বা দেশি-বিদেশি কোন সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থায়ন করছে কিনা বা কোন স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকান্ডের নামে নিজস্ব বা পারিবারিক কোন কর্মকান্ড করছে কিনা বা অন্য কোন অবৈধ কর্মকান্ড বা দেশের মধ্যে কোন প্রকার বক্তব্য বা কর্মকান্ডের মাধ্যমে অস্থিরতা সৃষ্টি করার পাঁয়তারা করছে কিনা এবং সর্বপোরি তাদেরকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনা যায় কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি যেহেতু বিভিন্ন এনজিওদের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হচ্ছে সেহেতু আইনটি যাতে এনজিও বান্ধব ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করা যায় সে বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়।

৪। **মাননীয় স্পিকার,** কমিটির মাননীয় সদস্যগণ সার্বিক বিষয়গুলো বিবেচনায় গ্রহণ করেন। তাছাড়া দেশে কর্মরত দেশি-বিদেশি Leading NGO-দের আগ্রহের প্রেক্ষিতে কমিটিতে তাদেরকে মতামত প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়। কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থেকে উল্লিখিত Leading NGO প্রতিনিধিগণ বিলটির উপর তাদের মতামত পেশ করেন।

৫। **মাননীয় স্পিকার,** কমিটিতে দেশি-বিদেশি Leading NGO প্রতিনিধিগণ লিখিত আকারে বিলে সংশোধনের ৮টি প্রস্তাব পেশ করেন। তাদের প্রস্তাবগুলো কমিটির সদস্যগণ অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করেছেন। প্রস্তাবিত বিলেই তাদের প্রস্তাবিত ৬টি সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত আছে বলে কমিটি মনে করে। একটি প্রস্তাব বিধি প্রণয়নের সময় বিধিতে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সমন্বয় করার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে এবং অন্য একটি প্রস্তাব বিলের দফা-১২ সংশোধনের জন্য এ রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে।

৬। **মাননীয় স্পীকার,** ১৯৯৭ সালে জাতির জনকের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংসদে প্রদত্ত এক বক্তব্যের পর হতে স্থায়ী কমিটিগুলোতে বিল নিয়মিত পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে এবং স্থায়ী কমিটিগুলো তাদের মেধা ও মনন, অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ ও স্টেক-হোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করে টেকসই এবং জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়নে সহায়তা করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে বলা যায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেই দিনের ঐ বক্তব্য সুদূর প্রসারী চিন্তার বহিপ্রকাশ ছিল। বর্তমানে কমিটিতে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে বিল পরীক্ষার কাজটি সম্পাদিত হচ্ছে। এ কমিটিতে এ বিলটি বিবেচনাধীন থাকার সময় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ আমেরিকা, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রদূতগণের সাথে বিল পরীক্ষার প্রক্রিয়া নিয়ে বিভিন্ন সময় আলোচনা হয়েছে। সংসদীয় কমিটির কার্যক্রমে তাঁরা বেশ সন্তুষ্টিও প্রকাশ করেছেন।

৭। **মাননীয় স্পীকার,** সংসদে উত্থাপিত বিলের কতিপয় স্থানে সংশোধন করা প্রয়োজন মর্মে কমিটির নিকট বিবেচিত হওয়ায় উক্ত স্থানগুলোতে সংশোধন করা হয়েছে। তাছাড়া কমিটি মনে করে যে, কোন এনজিও সংবিধান এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিদ্বেষমূলক ও অশালীন কোন মন্তব্য করলে বা রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকাণ্ড করলে সেই এনজিও এর সনদ বাতিল করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কিত বিধান বিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৮। **মাননীয় স্পীকার,** বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল, ২০১৫ কমিটি কর্তৃক সংশোধিত আকারে মহান সংসদে পাস হয়ে আইনে পরিণত হলে আইনটি আরো টেকসই ও সমৃদ্ধ হবে। তাছাড়া বৈদেশিক অনুদানের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম আরো গতিশীল হওয়াসহ এ সেক্টরের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও নিশ্চিত হবে বলে কমিটি মনে করে।

৯। **মাননীয় স্পীকার,** কমিটি গত ৩০-০৯-২০১৫ ও ১৮-০৫-২০১৬ খ্রি. তারিখে বৈঠকে মিলিত হয়ে বিলটি পরীক্ষা করে। বৈঠকে উপস্থিত থেকে কমিটির যে সকল মাননীয় সদস্য বিলটি পরীক্ষায় সক্রিয়াভাবে অংশগ্রহণ করে অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন সর্বজনাব আনিসুল হক, ২৪৬ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪, মোঃ তাজুল ইসলাম চৌধুরী, ২৬ কুড়িগ্রাম-২, আবদুল মতিন খসরু, ২৫৩ কুমিল্লা-৫, বেগম সাহারা খাতুন, ১৯১ ঢাকা-১৮, মোঃ শামসুল হক টুকু, ৬৮ পাবনা-১, তালুকদার মোঃ ইউনুস, ১২০ বরিশাল-২, এডঃ মোঃ জিয়াউল হক মৃধা, ২৪৪ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ ও বেগম সফুরা বেগম, ৩০২ মহিলা আসন-২। কমিটির বিশেষ আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক-১ ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

১০। **মাননীয় স্পীকার,** বৈঠকে উপস্থিত থেকে কমিটির রিপোর্ট প্রণয়নে সহায়তা করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টাসহ আমন্ত্রিত মাননীয় অতিথিদেরকে এবং বৈঠকে উপস্থিত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্যবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তাছাড়া আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বিলটি পরীক্ষার কাজে কমিটিকে সহায়তা প্রদান করেছেন, এ কমিটির পক্ষ থেকে আমি তাঁদেরকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

১১। **মাননীয় স্পীকার,** কমিটি বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল, ২০১৫ কমিটি কর্তৃক সংশোধিত আকারে মহান সংসদে পাস করার জন্য সর্বসম্মতভাবে সুপারিশ করছে।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত
সভাপতি
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক
মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশ:

বিলের নাম: বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল, ২০১৫

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল, ২০১৫ পরীক্ষাক্রমে বিলটিতে নিম্নরূপ সংশোধনী সুপারিশ করছে, যথা:—

১। বিলের পূর্ণাঙ্গ শিরোনাম (Long title) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ পূর্ণাঙ্গ শিরোনাম (Long title) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 এবং Foreign Contributions (Regulation) Ordinance, 1982 রহিতক্রমে উহাদের বিধানাবলী বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পরিমার্জনপূর্বক নূতন আইন প্রণয়নকল্পে আনীত

বিল"

২। বিলের বিদ্যমান প্রস্তাবনা (Preamble) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রস্তাবনা (Preamble) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"যেহেতু Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (Ordinance No. XLVI of 1978) এবং Foreign Contributions (Regulation) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXI of 1982) রহিতক্রমে উহাদের বিধানাবলী বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পরিমার্জনপূর্বক নূতন আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;"।

৩। বিলের দফা-১ এ উপ-দফা (১) এর প্রথম লাইনে উল্লিখিত "স্বেচ্ছাসেবামূলক" শব্দটির পরিবর্তে "স্বেচ্ছাসেবামূলক" শব্দটি এবং অতঃপর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "২০১৫" সংখ্যাটির পরিবর্তে "২০১৬" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। বিলের দফা-২ এর—

(ক) প্রথম লাইনে উল্লিখিত "পরিপন্থী" শব্দটির পরিবর্তে "পরিপন্থি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-দফা (১) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "বিদেশী" শব্দটির পরিবর্তে "বিদেশি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-দফা (৫) এর প্রথম লাইনে উল্লিখিত "বিদেশী" শব্দটির পরিবর্তে "বিদেশি" শব্দটি এবং অতঃপর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "বাংলাদেশী" শব্দটির পরিবর্তে "বাংলাদেশি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-দফা (১০) এর তৃতীয় লাইনে উল্লিখিত "কৃষি উন্নয়ন" শব্দগুলির পরিবর্তে "কৃষি উন্নয়ন," শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর অষ্টম লাইনে উল্লিখিত "বিভিন্ন" শব্দটির পূর্বে "গবেষণামূলক কার্যক্রম," শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে।

৫। বিলের দফা-৩ এর প্রথম লাইনে উল্লিখিত "আপাততঃ" শব্দটির পরিবর্তে "আপাতত" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। বিলের দফা-৫ এর—

(ক) ক্রমিক (ছ) এর শেষে উল্লিখিত "।" দাঁড়ি চিহ্নটির পরিবর্তে ";" সেমিকোলন চিহ্নটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) ক্রমিক (জ) এর শেষে উল্লিখিত "সত্তা" শব্দটির পরিবর্তে "সত্তা।" শব্দটি ও দাঁড়ি চিহ্নটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। বিলের দফা-৬ এর—

(ক) উপ-দফা (৩) এর দ্বিতীয় লাইনের শেষে উল্লিখিত ";" সেমিকোলন চিহ্নটির পরিবর্তে ":" কোলন চিহ্নটি এবং অতঃপর শর্তাংশের প্রথম লাইনে উল্লিখিত "পাব্যত্য" শব্দটির পরিবর্তে "পার্বত্য" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-দফা (৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-দফা (৫) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৫) কোন প্রকল্পে অনুমোদিত ব্যয়ের ২০ (বিশ) শতাংশের অধিক অর্থ প্রশাসনিক খাতে ব্যয় করা যাইবে না।";

(গ) উপ-দফা (৫), উপ-দফা (৬) হিসাবে পুনঃসংখ্যায়িত হইবে;

(ঘ) পুনঃসংখ্যায়িত উপ-দফা (৬) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "জরুরী ত্রাণ কর্মসূচী" শব্দগুলির পরিবর্তে "জরুরি ত্রাণ কর্মসূচি" শব্দগুলি এবং অতঃপর চতুর্থ লাইনে উল্লিখিত "জারী" শব্দটির পরিবর্তে "জারি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। বিলের দফা-৭ এর উপান্তটীকায় উল্লিখিত "এনজিও ইত্যাদি" শব্দগুলির পরিবর্তে "এনজিও, ইত্যাদি" শব্দগুলি ও কমা এবং অতঃপর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "বাংলাদেশী" শব্দটির পরিবর্তে "বাংলাদেশি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। বিলের দফা-৮ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "বিদেশী" শব্দটির পরিবর্তে "বিদেশি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-দফা (১) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "বিদেশী" শব্দটির পরিবর্তে "বিদেশি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-দফা (২) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "করিবে" শব্দটির পরিবর্তে "করিবেন" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। বিলের দফা-৯ এর—

(ক) উপ-দফা (১) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "দেশীয়" শব্দটির পরিবর্তে "দেশিয়" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-দফা (৩) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "জানুয়ারী" শব্দটির পরিবর্তে "জানুয়ারি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-দফা (৪) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "করিবেন" শব্দটির পরিবর্তে "করিবে" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) ব্যাখ্যা অংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা অংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 3 এর অধীন স্থাপিত Bangladesh Bank কে বুঝাইবে।"।

১১। বিলের দফা-১০ এর উপ-দফা (২) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "প্রযোজনে" শব্দটির পরিবর্তে "প্রয়োজনে" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। বিলের দফা-১২ এর উপ-দফা (২) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "সংরক্ষণ" শব্দটির পূর্বে "৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য" সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে।

১৩। বিলের দফা-১৩ এর—

(ক) উপ-দফা (২) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "বুরো" শব্দটির পরিবর্তে "ব্যুরো" শব্দটি এবং অতঃপর তৃতীয় লাইনে উল্লিখিত "উহার" শব্দটির পরিবর্তে "উহা" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-দফা (৩) এর তৃতীয় লাইনে উল্লিখিত "তৎকর্তৃক" শব্দটির পরিবর্তে "তদ্‌কর্তৃক" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

১৪। বিলের দফা-১৪ এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "জঙ্গিবাদ" শব্দটির পূর্বে "সংবিধান এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিদ্বেষমূলক ও অশালীন কোন মন্তব্য করিলে বা রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকাণ্ড করিলে বা" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১৫। বিলের দফা-১৫ এর উপ-দফা (১) এর—

(ক) ক্রমিক (ক) এর প্রথম লাইনে উল্লিখিত "জারীর" শব্দটির পরিবর্তে "জারির" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) ক্রমিক (গ) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "তিনগুন" শব্দটির পরিবর্তে "তিনগুণ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) ক্রমিক (ঘ) এর প্রথম লাইনে উল্লিখিত "শাসস্ত" শব্দটির পরিবর্তে "শাস্তি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৬। বিলের দফা-১৬ এর—

(ক) ক্রমিক (ক) এর তৃতীয় লাইনে উল্লিখিত "উক্ত-সম্পদ" শব্দ ও চিহ্নের পরিবর্তে "উক্ত সম্পদ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) ক্রমিক (গ) এর শেষে উল্লিখিত " ।" দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে ";" সেমিকোলন চিহ্নটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। বিলের দফা-১৭ এর উপান্তটীকাসহ বিভিন্ন স্থানে নয়বার, উল্লিখিত "আপীল" শব্দটির পরিবর্তে, সকল স্থানে "আপিল" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৮। বিলের দফা-২০ এ দুইবার, উল্লিখিত "জারী" শব্দটির পরিবর্তে, উভয় স্থানে "জারি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৯। বিলের দফা-২২ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "ইংরেজীতে" শব্দটির পরিবর্তে "ইংরেজিতে" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-দফা (১) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "ইংরেজীতে" শব্দটির পরিবর্তে "ইংরেজিতে" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-দফা (২) এ উল্লিখিত "ইংরেজী" শব্দটির পরিবর্তে "ইংরেজি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত
সভাপতি
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

[স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে]

[জাতীয় সংসদে উত্থাপিত]

Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 এবং Foreign Contributions (Regulation) Ordinance, 1982 রহিতক্রমে উহাদের বিধানাবলী বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পরিমার্জনপূর্বক নূতন আইন প্রণয়নকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (Ordinance No. XLVI of 1978) এবং Foreign Contributions (Regulation) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXI of 1982) রহিতক্রমে উহাদের বিধানাবলী বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পরিমার্জনপূর্বক নূতন আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"এনজিও"** অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত কোন সংস্থা এবং কোন বিদেশি রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের অধীন নিবন্ধিত কোন সংস্থা বা এনজিও, যাহা এই আইনের অধীনও নিবন্ধিত, ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২) **"নির্ধারিত"** অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৩) **"প্রকল্প"** অর্থ এই আইনের অধীন ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত কোনো প্রকল্প;

(৪) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৫) **"বৈদেশিক অনুদান"** অর্থ বিদেশি কোন সরকার, প্রতিষ্ঠান বা নাগরিক অথবা প্রবাসে বসবাসরত কোন বাংলাদেশি নাগরিক কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্বেচ্ছাসেবামূলক বা দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোন সংস্থা, এনজিও বা ব্যক্তিকে প্রদত্ত নগদ অর্থ (cash) বা পণ্যসামগ্রী (goods) অথবা অন্য কোনভাবে প্রদত্ত যে কোন অনুদান, দান, সাহায্য বা সহযোগিতা;

(৬) "ব্যক্তি" অর্থ এই আইনের অধীন স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের নিমিত্ত ব্যুরো কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি;

(৭) "ব্যুরো" অর্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো;

(৮) "মহাপরিচালক" অর্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক;

(৯) "সংস্থা" অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত এবং বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের অধীন নিবন্ধিত অরাজনৈতিক, অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(১০) "স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম" অর্থ অলাভজনক সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসেবা, সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, কৃষি ও কৃষি উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, জনসচেতনতা, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্র ও সুশাসন, মানবাধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রান্তিক ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের ক্ষমতায়ন ও অধিকার রক্ষা, শিশু ও কিশোর-কিশোরী, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ ও অধিকার রক্ষা, সম-অধিকার ও সম-অংশগ্রহণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদ, দক্ষতা উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি, বৃত্তিমূলক কার্যক্রম, সমাজকল্যাণ, গবেষণামূলক কার্যক্রম, বিভিন্ন জাতি সত্তা, ভূমি অধিকার রক্ষা ও উন্নয়ন কার্যক্রম এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্য কোন কার্যক্রমও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **বৈদেশিক অনুদান গ্রহণক্রমে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন ব্যুরোর নিকট হইতে নিবন্ধন গ্রহণ ব্যতীত কোন সংস্থা বা এনজিও বৈদেশিক অনুদান গ্রহণক্রমে কোন স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করিতে পারিবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে নিবন্ধনের প্রয়োজন হইবে না, ব্যুরোর অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। **নিবন্ধন এবং নিবন্ধন নবায়ন।**—(১) এই আইনের অধীন নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত ফিসহ মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রে বৈদেশিক অনুদানের পরিমাণ, উহা প্রাপ্তির উৎস ও উক্ত অনুদান কি কাজে ব্যবহৃত হইবে ইত্যাদি উল্লেখসহ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি দাখিল করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্যাদি সঠিক পাওয়া গেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে, মহাপরিচালক ১০ (দশ) বৎসরের জন্য আবেদনকারী বরাবর একটি নিবন্ধন সনদ ইস্যু করিবেন এবং উক্ত নিবন্ধন সনদ ১০ (দশ) বৎসর অন্তর অন্তর নবায়নযোগ্য হইবে।

(৪) নিবন্ধন প্রাপ্তির ১০ (দশ) বৎসর অতিক্রান্ত হইবার ৬ (ছয়) মাস পূর্বে নির্ধারিত নবায়ন ফিসহ নিবন্ধন সনদ নবায়নের নিমিত্ত মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্যাদি যদি সঠিক পাওয়া যায় এবং আবেদনকারীর পূর্ববর্তী ১০ (দশ) বৎসরের কর্মকাণ্ড সন্তোষজনক হয় তাহা হইলে মহাপরিচালক পরবর্তী ১০ (দশ) বৎসরের জন্য নিবন্ধন নবায়ন সনদ ইস্যু করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী নিবন্ধন নবায়নের আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নিবন্ধন সনদ কার্যকর থাকিবে।

৫। **বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ নিষিদ্ধ।**—নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করিতে পারিবে না, যথা :—

(ক) জাতীয় সংসদ বা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী;

(খ) জাতীয় সংসদের সদস্য;

(গ) স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি;

(ঘ) কোন রাজনৈতিক দল;

(ঙ) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি;

(চ) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী;

(ছ) এই আইনের অধীন নিবন্ধিত এনজিও বা সংস্থার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী;

(জ) সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১৮ এর অধীন, ক্ষেত্রমত, তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন ব্যক্তি বা সত্তা।

৬। **প্রকল্প অনুমোদন, ইত্যাদি।**—(১) প্রকল্প অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি বা এনজিও বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং উক্ত ব্যক্তি বা এনজিওর কর্মকাণ্ড অনুমোদিত প্রকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ এবং ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত ফরমে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করিয়া উহা অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) ব্যুরো প্রকল্প প্রস্তাব প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলায় এই আইনের অধীন স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা এনজিওকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) ব্যুরো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আপত্তি বা সুপারিশ অনুসারে প্রকল্প প্রস্তাব পরিবর্তন বা সংশোধন করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা এনজিওকে ফেরত প্রদান করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আপত্তি বা সুপারিশ ব্যুরো অগ্রহণযোগ্য মনে করিলে উহা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৫) কোন প্রকল্পে অনুমোদিত ব্যয়ের ২০ (বিশ) শতাংশের অধিক অর্থ প্রশাসনিক খাতে ব্যয় করা যাইবে না।

(৬) এই ধারার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি ত্রাণ কর্মসূচি তাৎক্ষণিকভাবে পরিচালনা করিতে উদ্যোগী ব্যক্তি বা এনজিওসমূহের আবেদন ও তথ্যাদি যথাযথ হইলে মহাপরিচালক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রকল্প অনুমোদনসহ বৈদেশিক অনুদান অবমুক্তির আদেশ জারি করিবেন।

৭। **এনজিও, ইত্যাদি কর্তৃক সাহায্য প্রদান।**—এই আইনের অধীন নিবন্ধিত এনজিও সংগৃহীত বৈদেশিক অনুদান হইতে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে কোন বাংলাদেশি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে নিম্নবর্ণিত শর্তে সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে, যথা—

(ক) সাহায্য গ্রহণকারীকে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের অধীন নিবন্ধিত সংস্থা হইতে হইবে;

(খ) ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত সাহায্য প্রদানকারী কর্তৃক প্রণীত প্রকল্প প্রস্তাবে সাহায্য গ্রহণকারীর বিস্তারিত বিবরণ ও অর্থ ব্যয়ের রূপরেখা থাকিতে হইবে; এবং

(গ) প্রকল্প অনুমোদনের শর্ত মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে সাহায্য প্রদানকারী সংস্থা নিশ্চয়তা প্রদান করিবে।

৮। **বিদেশি বিশেষজ্ঞ, উপদেষ্টা বা কর্মকর্তা নিয়োগ ও বিদেশ ভ্রমণ।**—(১) অনুমোদিত প্রকল্পে বিদেশি বিশেষজ্ঞ, উপদেষ্টা বা কর্মকর্তা নিয়োগের সংস্থান থাকিলে তাহাদের নিয়োগ, নিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা ছাড়পত্র এর বিষয়ে নির্ধারিত ফরমে মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং নিয়োগ প্রস্তাবসমূহ ব্যুরোর অনুমোদিত জন মাসের (man-month) মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্যাদি যদি সঠিক পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে মহাপরিচালক আবেদন মঞ্জুর করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির দাপ্তরিক কাজে প্রকল্পে অনুমোদিত বাজেটের অর্থে বিদেশ ভ্রমণের বিষয়ে ব্যুরোকে অবহিত করিতে হইবে।

৯। **বৈদেশিক অনুদানের হিসাব সংরক্ষণ।**—(১) প্রত্যেক ব্যক্তি বা এনজিওকে বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা দেশিয় মুদ্রায় প্রাপ্ত সকল বৈদেশিক অনুদানের অর্থ যে কোন তফসিলি ব্যাংকের একটি নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্টের (মাদার একাউন্ট) মাধ্যমে গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) কোন ব্যাংক ব্যুরোর অর্থ ছাড়ের অনুমোদনপত্র ব্যতীত বৈদেশিক অনুদানের অর্থ কোন ব্যক্তি বা এনজিওকে প্রদান করিতে পারিবে না।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রত্যেক ব্যক্তি বা এনজিও কর্তৃক প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার ষান্মাসিক হিসাব প্রতি বৎসর জুলাই ও জানুয়ারি মাসে ব্যুরো এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করিবে।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি বা এনজিও কর্তৃক প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব ব্যুরো এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের চাহিদা মোতাবেক প্রেরণ করিবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 3 এর অধীন স্থাপিত Bangladesh Bank কে বুঝাইবে।

১০। **পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা।**—(১) ব্যুরো এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তি এবং এনজিও কর্তৃক পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম ও উহার অগ্রগতি, সময় সময়, পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ব্যুরো মনিটরিং কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে, বহিঃপর্যবেক্ষণকারী (third party assessor) নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের সময় প্রত্যেক এনজিও চাহিদা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিবরণী, হিসাব বহি, দলিলাদি ও তথ্যাবলী সরবরাহ করিবে।

(৪) ব্যুরোর পক্ষে, বিভাগীয় কমিশনার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহাদের নিজ নিজ এলাকার এনজিও কর্তৃক পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় করিবেন।

(৫) ব্যুরোর পক্ষে, জেলা প্রশাসক এবং ক্ষেত্রমত, উপজেলা নির্বাহী অফিসার নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহাদের নিজ নিজ এলাকার এনজিও কর্তৃক পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম ও উহার অগ্রগতি প্রতি মাসে সমন্বয় সভার মাধ্যমে পর্যালোচনা করিবেন এবং কোন এনজিওর বিষয়ে কোন ধরনের অনিয়ম পাওয়া গেলে, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে ব্যুরোকে অবহিত করিবেন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে প্রতিবেদন আকারে অবহিত করিবেন ও উহার অনুলিপি ব্যুরোতে প্রেরণ করিবেন।

(৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১২ নং আইন) এর অধীন স্থাপিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ উক্ত আইনের ধারা ২২ এর দফা (ছ) এর বিধান অনুসারে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহাদের নিজ নিজ এলাকার এনজিওর কার্যাবলীর সার্বিক সমন্বয় ও তদারকি করিবেন।

(৭) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার এনজিওসমূহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন করিবার জন্য জেলা পর্যায়ে নির্ধারিত একটি কমিটি থাকিবে এবং উক্ত কমিটি প্রতি চার মাসে অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এনজিওদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সমন্বয় করিবে।

(৮) উপ-ধারা (৭) এ উল্লিখিত এনজিওসমূহ নিয়মিত তাহাদের কার্যাবলী সম্পর্কে কমিটির আহ্বায়ক বরাবরে অগ্রগতি ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করিবে এবং প্রতিবেদনের অনুলিপি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে প্রেরণ করিবে।

১১। **গঠনতন্ত্র ও পরিচালনা পর্ষদ।**—প্রতিটি এনজিওর গঠন, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিচালনা সংক্রান্ত একটি গঠনতন্ত্র থাকিবে এবং উহার পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদের উল্লেখ গঠনতন্ত্রে থাকিবে।

১২। **নিরীক্ষা ও হিসাব।**—(১) প্রত্যেক এনজিও এবং ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) প্রকল্প সমাপ্তির পর খরচের ভাউচারসমূহ নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, এনজিওর কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য সংরক্ষণ করিবে।

১৩। **প্রতিবেদন এবং ঘোষণা।**—(১) প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পর নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যেক এনজিও এবং ব্যক্তি উক্ত অর্থ বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন মহাপরিচালকের নিকট পেশ করিবে।

(২) মহাপরিচালক, প্রয়োজনবোধে, যে কোন এনজিও এবং ব্যক্তির নিকট হইতে যে কোন সময় ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী তলব করিতে পারিবে এবং উক্ত এনজিও এবং ব্যক্তি উহা মহাপরিচালকের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) সরকার কর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি বা এনজিওকে অব্যাহতি প্রদান না করা হইলে, সম্পূর্ণ বা আংশিক বৈদেশিক অনুদান দ্বারা স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনাকারী প্রত্যেক ব্যক্তি বা এনজিওকে মহাপরিচালকের নিকট, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, একটি ঘোষণাপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত ঘোষণাপত্রে প্রাপ্ত বৈদেশিক অনুদান, উহার উৎস এবং ব্যবহার বিধৃত থাকিবে।

১৪। **অপরাধ।**—কোন এনজিও বা ব্যক্তি এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত কোন বিধি বা আদেশের বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন এবং সংবিধান এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিদ্বেষমূলক ও অশালীন কোন মন্তব্য করিলে বা রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকাণ্ড করিলে বা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন, পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা সহায়তা করিলে অথবা নারী ও শিশু পাচার বা মাদক ও অস্ত্র পাচারের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকিলে উহা দেশে প্রচলিত আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫। **অপরাধের শাস্তি।**—(১) ধারা ১৪ এর অধীন কোন অপরাধ করিলে, মহাপরিচালক—

(ক) পত্র জারির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত এনজিও বা ব্যক্তিকে সতর্ক হইবার বা সংশোধনের জন্য লিখিত নির্দেশ দিতে পারিবেন;

(খ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত এনজিও বা সংস্থার অনুকূলে ব্যুরো কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধন বাতিল, স্থগিত বা স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্জক্রম বন্ধ করিতে পারিবেন;

(গ) বিনা অনুমতিতে বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সর্বনিম্ন গৃহীত বৈদেশিক অনুদানের আর্থিক মূল্যের সমপরিমাণ অথবা অনধিক উহার তিনগুণ পরিমাণ অর্থ জরিমানা আদায় করিতে পারিবেন;

(ঘ) দেশের প্রচলিত আইনের অধীন শাস্তি প্রদানের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট এনজিও বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) কোন এনজিওর কোন কর্মকর্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিলে তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি প্রমাণ করিতে পারেন যে, সংঘটিত অপরাধটি তাহার জ্ঞাতসারে ঘটে নাই বা অপরাধ যাহাতে সংঘটিত না হয় সেই জন্য তিনি যথেষ্ট প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই ক্ষেত্রে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য শাস্তিযোগ্য হইবেন না।

১৬। **ব্যুরো কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধন বাতিল বা কার্যক্রম স্থগিত, ইত্যাদির ক্ষেত্রে করণীয়।**—এই আইনের অধীন কোন এনজিওর নিবন্ধন বাতিল বা কার্যক্রম স্থগিত করা হইলে, অথবা নিবন্ধনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে, অথবা অন্য কোন কারণে বিলুপ্ত হইলে মহাপরিচালক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নবর্ণিত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যথা :—

(ক) কোন ব্যাংক বা ব্যক্তি যাহার নিকট সংশ্লিষ্ট এনজিওর বৈদেশিক অনুদানের অর্থ, অথবা উক্ত অনুদানের অর্থ দ্বারা অর্জিত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, সিকিউরিটিজ অথবা অন্য কোন সম্পত্তি গচ্ছিত রহিয়াছে তাহাদিগকে উক্ত সম্পদ মহাপরিচালকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার নির্দেশ;

(খ) কোন এনজিও বিলুপ্ত করিবার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে মোকদ্দমা দায়ের ও মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য প্রশাসক নিয়োগ;

(গ) সংশ্লিষ্ট এনজিওর সকল দায়-দেনা পরিশোধের পর উদ্বৃত্ত অবশিষ্ট অর্থ বা সম্পদ সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক অনুদান প্রদানকারীর নিকট হস্তান্তরের নির্দেশ;

(ঘ) যদি কোন কারণে দফা (গ) এর অধীন উদ্বৃত্ত অবশিষ্ট অর্থ বা সম্পদ সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক অনুদান প্রদানকারীর নিকট হস্তান্তর করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে উক্ত উদ্বৃত্ত অবশিষ্ট অর্থ বা সম্পদ, ক্ষেত্রমত, সরকারি হিসাবে অথবা বিলুপ্ত এনজিওর উদ্দেশ্য সম্বলিত অনুরূপ কোন এনজিওর নিকট হস্তান্তরের নির্দেশ প্রদান।

১৭। আপিল।—(১) কোন এনজিও বা ব্যক্তি এই আইনের অধীন ব্যুরো কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে উক্তরূপ আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) কর্ম দিবসের মধ্যে সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বরাবর আপিল করিতে পারিবেন এবং সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসঙ্গত কারণে উক্ত ৩০ (ত্রিশ) কর্ম দিবসের মধ্যে আপিল করিতে ব্যর্থ হইলে সেইক্ষেত্রে আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল দায়েরের সময় অনধিক ১৫ (পনের) কর্মদিবস বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আপিল গ্রহণ বা প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৩) আপিল কর্তৃপক্ষ ব্যুরো কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশ বহাল, বাতিল অথবা সংশোধন করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮। এনজিওদের সংগঠন।—এই আইনের অধীন নিবন্ধিত এনজিওদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সহযোগিতার লক্ষ্যে এবং সরকারকে সহযোগিতা প্রদানের নিমিত্ত আগ্রহী এনজিওদের সমন্বয়ে সংগঠন করা যাইবে।

১৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার প্রয়োজনে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করিত পারিবে।

২০। নির্বাহী আদেশ জারি—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, প্রয়োজনে, সময় সময় নির্বাহী আদেশ জারি করিতে পারিবে।

২১। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (Ordinance No. XLVI of 1978) এবং Foreign Contributions (Regulation) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXI of 1982) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত Ordinance দুইটির অধীন—

(ক) কৃত কোন কাজ-কর্ম বা প্রণীত কোন বিধি বা জারীকৃত কোন আদেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন বা প্রদত্ত কোন নোটিশ বা দায়েরকৃত কোন অভিযোগ বা দাখিলকৃত কোন দরখাস্ত, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন কৃত, প্রণীত, জারীকৃত, প্রদত্ত, দায়েরকৃত এবং দাখিলকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) কোন কার্যক্রম চলমান থাকিলে, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উহা এমনভাবে চলমান ও অব্যাহত থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন গৃহীত হইয়াছে; এবং

(গ) এই আইন প্রবর্তনের তারিখে কোন আদালতে কোন মামলা বা আইনগত কার্যধারা নিষ্পন্নাধীন থাকিলে, উক্ত মামলা বা কার্যধারা রহিত অধ্যাদেশ দুইটির বিধান অনুসারে এইরূপে নিষ্পত্তি করিতে হইবে, যেন উক্ত অধ্যাদেশ দুইটি রহিত হয় নাই।

২২। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন), অতঃপর পঞ্চদশ সংশোধনী বলিয়া উল্লিখিত, দ্বারা সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১নং আইন) বিলুপ্তির ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল এবং সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বিলুপ্তির ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহ বাতিল করা হয় এবং সংবিধানের ৯৩(২) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা পূরণকল্পে উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখিবার স্বার্থে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬নং আইন) এবং ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭নং আইন) প্রণীত হইয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরিবর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (Ordinance No. XLVI of 1978) এবং Foreign Contributions (Regulation) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXI of 1982) এর বিষয়বস্তু একটি অপরটির পরিপূরক বিধায় উহাদের বিধানাবলী বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পরিমার্জনপূর্বক নূতন আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজন।

বেগম মতিয়া চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, ১৯৭৮ এবং Foreign Contributions (Regulation) Regulation Ordinance, ১৯৮২ এর বিষয়বস্তু একটি অপরটির পরিপূরক বিধায় উহাদের বিধানাবলী বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পরিমার্জনপূর্বক নূতন আইন প্রণয়নকল্পে আনীত বিল; এবং সম্বলিত অংশ।

[বেগম মতিয়া চৌধুরী]

বাঃসঃমুঃ-২০১৬/১৭-২৩৫২জি-১,৩০০ কপি, ২০১৬।